

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক

প্রকাশিত ।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রী কালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা

মুদ্রিত ।

সন ১২৯১ ।



## ঔৎসর্গ ।

ভানুসিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি  
আমাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন  
সে অনুরোধ পালন করি নাই। আজ ছাপাই-  
য়াছি, আজ তুমি আর দেখিতে পাইলে না !

## বিজ্ঞাপন ।

ভানুসিংহের পদাবলী শৈশব সঙ্গীতের  
আনুষঙ্গিক স্বরূপে প্রকাশিত হইল । ইহার  
অধিকাংশই পুরাতন কালের খাতা হইতে সন্ধান  
করিয়া বাহির করিয়াছি ।

প্রকাশক ।

# সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
বসন্ত আঁওল রে ...	১
শুনলো শুনলো বালিকা ...	৪
হৃদয়ক সাধ মিলাওল হৃদয়ে ...	৬
শ্যাম রে, নিপট কঠিন মন তোঁর ...	৯
সজনি সজনি রাধিকালো ...	১২
বঁধুয়া, হিয়াপর আঁওরে ...	১৪
শুন সখি বাজত বাঁশি ...	১৬
গহন কুমুম কুঞ্জ মাঝে ...	১৮
সতিমির রজনী ...	২০
বাজাও রে যোহন বাঁশি ...	২২
আজু সখি মুহ মুহ ...	২৫
গহির নীদমে ...	২৮
সজনি গো, শাউন গগনে ...	৩১
বাদর বরখন ...	৩৪
সখিরে পিরীত বুঝবে কে ...	৩৭
হম সখি দারিদ নারী ...	৩৯
মাধব, না কহ আদর বাঁশী ...	৪২

ବିଷୟ		ପୃଷ୍ଠା ।
ସଥିଲୋ, ସଥିଲୋ ନିକରୁଣ ଯାଧବ	...	୫୧
ବାର ବାର, ନଥି, ବାରଣ କରନ୍ତୁ ...	...	୧୦
ଦେଖଲୋ ମଞ୍ଜୁନୀ ଟାଦନି ରଞ୍ଜନୀ ...	...	୧୫
ସରଣ ରେ, ତୁଁ ହେ ମମ ଶ୍ୟାମ ସମାନ ...	...	୧୮

ক/১০২

# ভানুসিংহের পদাবলী ।

( ১ )

বাহার ।

বসন্তু আওল রে !

মধুকর গুন গুন, অনুরা মঞ্জরী

কানন ছাওল রে ।

গুন গুন সজনী হৃদয় প্রাণ মম

হরখে আকুল ভেল,

জর জর রিঝসে (১) দুখ জ্বালা সব

দূর দূর চলি গেল ।

১ রিঝসে—হৃদয় হইতে । রিঝ—হৃদয় ।

ভানুসিংহের পদাবলী ।

মরমে বহই বসন্ত সমীরণ,

মরমে ফুটই ফুল,

মরম কুঞ্জপর বোলই কুল কুল

অহরহ কোকিল কুল ।

সখিরে উছসত প্রেমভরে অব

ঢলঢল বিহ্বল প্রাণ,

নিখিল জগত জন্ম (২) হরখ-ভোর ভরি

গাবই প্রেমক গান ।

যাও যাও সখি মাধব পাশে

শ্যামক আনহ ডাকি,

কহিও বনময় ফুটল ফুলদল

গাওত শত শত পাখী ।

কহিও সারা জগত হরখময়

হাসত উনমদ প্রাণে,



দুখিনী রাধা হাসব হরখে

হেরয়ি তছু মুখপানে ।

ভরমিব দুঁছ মিলি সারা বনময়

মোহন যমুনা তীরে,

মাতল মানস আকুল ভইবে

অতি মৃদু মন্দ সমীরে ।

নীরব রাতে ধীর ধীর অতি

বাঁশি বজাওবে শ্যাম,

উলসিত ফুলদল পুলকিত যমুনা,

জাগবে কানন ধাম ।

ভানু কহত অতি গহন রয়ন (৩) অব,

বসন্তু সমীর স্বাসে

আকুল বিহ্বল রিঝা উনমাতল,

নয়ান মূদয়ি আসে ।

( ২ )

ভৈরবী ।

শুনলো শুনলো বালিকা,  
 রাখ কুমুম মালিকা,  
 কুঞ্জ-কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহিরে ।  
 দুলাই কুমুম মুঞ্জরী,  
 ভগ্ন ফিরই গুঞ্জরী,  
 অলস যমুন বহয়ি যায় ললিত গীত গাহিরে ।  
 শশি-সনাথ যামিনী ।  
 বিরহ-বিধুর কামিনী,  
 কুমুমহার ভইল তার হৃদয় তার দাহিছে,  
 অধর উঠই কাঁপিয়া,  
 সখি-করে কর আপিয়া,  
 কুঞ্জভবনে পাঁপিয়া কাহে গীত গাহিছে ।

যুঁহু সমীর সঞ্চলে  
হরয়িঁ শিখিল অঞ্চলে,  
বালি (৪) হৃদয় চঞ্চলে কানন-পথ চাহিরে;  
কুঞ্জপানে হেরিয়া,  
অশ্রুবারি ডারিয়া  
ভানু গায় শূন্যকুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহিরে !

( ৩ )

ললিত ।

হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে,

কণ্ঠে শুকাওল মালা ।

সখিলো নয়ন জলে বহি গল রয়ণী

তব নহি আওল কালা ।

কত সাধে সখি আসনু কুঞ্জে,

পাহিরনু নীল নিচোল,

রচরনু কুসুম শয়ান মনোমত,

মন্দির করনু উজোল ।

চল সখি গৃহে চল, মুছহ নয়ন জল,

চল সখি চল গৃহ কাজে,

মালতি মালা রাখহ বালা,

ছিছি সখি মক মক লাজে ।

বুঝনু বুঝনু সখি বিফল বিফল সব

বিফল এ পীরিতি লেহা (৫)।

বিফলরে এ মঝু (৬) জীবন যৌবন,

বিফলরে এ মঝু দেহা !

সখিলো কোন নিদাকুণ ব্যাধি

জনমিল মরমে মোর,

সখিলো দাকুণ প্রণয় হলাইল

জীবন করইল ভোর।

তুষিত প্রাণ মম দিবস যামিনী

শ্যামক দরশন আশে,

আকুল জীবন থেহ (৭) ন মানে,

অহরহ জ্বলত হুতাশে।

সত্য কহিলো সখি তোয়,

খোয়ব কব হম শ্যামক প্রেম

সদা ডর লাগয়ে মোয়।

৫ লেহা—অনুরাগ।

৬ মঝু—আমার।

৭ থেহ—স্থৈর্য।

## ভানুসিংহের পদাবলী ।

হিয়ে হিয়ে অব রাখত মাধব,  
 সো দিন আসব সখিরে,  
 বাত ন বোলবে, বদন ন হেরবে,  
 মরিব হলাহল ভখিরে !  
 এস বৃথা ভয় না কর বালা,  
 ভানু নিবেদয় চরণে,  
 স্নজনক পৌরিতি নোঁতুন নিতি নিতি,  
 নহি টুটে জীবন মরণে ।

( ৪ )

বেহাগড়া ।

শ্যামরে, নিপাট কঠিন মন তোর ।

রোয়ত রোয়ত সজনী রাধা

রজনী করত স ভোর ।

একলি বিরল কুটীরে বৈঠত

চাহত যমুনা পানে,—

ছল ছল নয়ন, বচন নহি নিকসত,

পরাণ খেহ ন মানে ।

ঘোর গহন নিশি একলি রাধা

যায় কদম তরুমূলে,

ভূমি শয়ন পর আকুল কুন্তল,

কাঁদই আপন ভূলে ।

সহসা চমকয়ি চায় সখী কভু

মগন যখন গৃহ কাজে—

ছুটি আসয়ি বোলে “শুনলো, ।

শ্যামক বাঁশরি বাজে ।”

আনমনে সো অবলা বালা

বৈসয়ি গুরুজন মাঝে,

তুয়া নাম বঁধু লিখত ভূমি পর,

চমকি মুছই পুন লাজে ।

নিঠুর শ্যামরে, কৈসে অব তুঁহুঁ

রহত দূর মথুরায়—

ঘোরা রজনী কৈস গোঁয়ায়সি

কৈস দিবস তব যায় !

কৈস মিটাওসি প্রেম পিপাসা

কঁহা বজাওসি বাঁশি ?

পৌতবাস তুঁহুঁ কথিরে (৮) ছোড়লি,

কথি সো বন্ধিম হাসি ?

কনক হার অব পহিরলি কণ্ঠে,

কথি কেকলি বন মালা ?



গোপী হৃদয় অঁধার করলিবে,  
সিংহাসন কর আলা ;  
এ দুখ চিরদিন রহি গল মনমে,  
ভানু কহে, ছি ছি কালা !  
ঝটিতি আও তুহুঁ হমারি সাথে,  
বিরহ ব্যাকুলা বাল।

( ৫ )

শঙ্করা ।

সজনি সজনি রাধিকালো

দেখ অবলুঁ চাহিয়া,

মৃদুল গমন শ্যাম আওরে

মৃদুল গান গাহিয়া ।

পিনহ বাটিত কুসুম হার,

পিনহ নীল আঙিয়া ।

সুন্দরি সিন্দূর দেকে

সাঁথি করহ রাঙিয়া ।

সহচরি সব নাচ নাচ

মধুর গীত গাওরে,

চঞ্চল মঞ্জীর রাব

কুঞ্জ গগন ছাওরে ।

সজনি অব উজার মন্দির

কনক দীপ জ্বালিয়া,

সুরভি করহ কুঞ্জ ভবন

গন্ধ সলিল ঢালিয়া ।

মল্লিকা চমেলি বেলি

কুমুম তুলহ বালিকা,

গাঁথ যুঁথি, গাঁথ জাতি,

গাঁথ বকুল মালিকা ।

তৃষিত-নয়ন ভানুসিংহ

কুঞ্জ-পথম চাহিয়া

মৃদুল গমন শ্যাম আওরে,

মৃদুল গান গাহিয়া ।

( ৬ )

ভৈরবী ।

বঁধুয়া, হিয়া পর আওরে,  
 মিঠি মিঠি হাসয়ি, মৃদু মধু ভাবয়ি,  
 হমার মুখ পর চাওরে !  
 যুগ যুগ সম কত দিবস বহয়ি গল,  
 শ্যাম তু আওলি না,  
 চন্দ-উজর মধু-মধুর কুঞ্জপর  
 মুরলি বজাওলি না !  
 লয়ি গলি সাথ বরানক হাসরে,  
 লয়ি গলি নয়ন-আনন্দ !  
 শূন্য বৃন্দাবন, শূন্য হৃদয় মন,  
 কঁহি ছিল ও মুখ চন্দ ?  
 ইথি (১) ছিল আকুল গোপ-নয়ন জঁল,  
 কথি (২) ছিল ও তব হাসি ?

ইধি ছিল নীরব বংশীবটতট,  
কথি ছিল ও তব বাঁশি !  
আওলি যদিরে ঠারলি কাহে,  
সরমে মলিন বয়ান !  
আপন দুখ কথা কছু নহি বোলব,  
নিয়ড় (৩) আও তুঁহু কান !  
তুঝ মুখ চাহয়ি শত-যুগ-ভর দুখ  
নিমিখে ভেল অবসান ।  
এক হাসি তুঝ দূর করল রে  
সকল মান অভিমান !  
ধন্য ধন্য রে ভানু গাহিছে  
প্রেমক নাহিক ওর (৪) ।  
হরখে পুলকিত জগত চরাচর  
তুঁহুঁক প্রেমরস ভোর ।

৩ নিয়ড়.—নিকট ।

৪ ওর—সীমা ।

( ৭ )

বেহাগ ।

শুন সখি বাজত বাঁশি ।

গভীর রজনী, উজল কুঞ্জপথ,

চাঁদম ভারত হাসি ।

দক্ষিণ পবনে কম্পিত তরুগণ,

স্তম্ভিত যমুনা বারি,

কুমুদ সুবাস উদাস ভইল, সখি,

উদাস হৃদয় হমারি ।

বিগলিত মরম, চরণ খলিত গতি,

সরম ভরম গয়ি দূর,

নয়ন বারি-ভর, গরগর অন্তর,

হৃদয় পুলক-পরিপুর ।

কহ সখি, কহ সখি, মিনতি রাখ সখি,

সো কি হমারই শ্যাম ।

মধুর কাননে মধুর বাঁশরী

বজায় হমারি নাম !

কত কত যুগ সখি পুণ্য করনু হয়,

দেবত করনু ধ্যান,

তবত মিলল সখি শ্যাম রতন মম,

শ্যাম হমারই প্রাণ ।

শ্যাম রে——

শুনত শুনত তব মোহন বাঁশি

জপত জপত তব নামে,

সাধ ভইল ময় দেহ ডুবারব

চাঁদ-উজল যমুনায়ে !

“চলহ তুরিত গতি শ্যাম চকিত অতি,

ধরহ সখীজন হাত,

নৌদ-যগন মহী, ভয় ভর কিছু নহি,

ভানু চলে তব সাধ ।”

( ৮ )

ঝাঁঝিট ।

গহন কুমুম-কুঞ্জ মাঝে  
মৃদুল মধুর বংশি বাজে,  
বিসরি ত্রাস লোক লাজে

সজনি, আও আও লো ।

পিনহ চাক নীল বাস,  
হৃদয়ে প্রণয় কুমুম রাশ,  
হরিণ নেত্রে বিমল হাস,

কুঞ্জ বনমে আও লো ॥

ঢালে কুমুম সুরভ-ভার,  
ঢালে বিহগ সুরব-সার,  
ঢালে ইন্দু অমৃত-ধার

বিমল রজত তাতিরে ।



মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,  
অমৃত কুমুম কুঞ্জে কুঞ্জে,  
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে

বকুল যুথি জাতিরে ॥

দেখলো সখি শ্যামরায়,  
নয়নে প্রেম উথল যায়,  
মধুর বদন অমৃত সদন

চন্দ্রমায় নিন্দিছে .

আও আও সজনি-বৃন্দ,  
হেরব সখি ক্রীগোবিন্দ,  
শ্যামকো পদারবিন্দ—

ভানুসিংহ বন্দিছে ॥

( ৯ )

মিশ্র জয়জয়ন্তী ।

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী

শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য !

ফলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে

বালা বিরহ-বিষম !

নীল অকাশে, তারক ভাসে

যমুনা গাওত গান,

পাদপ মরমর, নির্ঝর বারবার

কুমুদিত বল্লি বিতান ।

ভূষিত নয়ানে, বন-পথ পানে

চায় বিয়াকুল বালা,

দেখ ন পাওয়ে, আঁখ ফিরাওয়ে

গাঁথে বন-ফুল মালা ।

সহসা রাধা চাহল সচকিত

দূরে খেপল মালা,

কহল “সজনি শুন, বাঁশরি বাজে

কুঞ্জে আওল কালা !”

চমকি গহন নিশি, দূর দূর দিশি

বাজত বাঁশি স্মৃতানে ।

কণ্ঠ মিলাওল, ঢলঢল যমুনা

কল কল কল্লোল গানে ।

হসিত বয়ানে ফুল্ল নয়ানে

কুঞ্জে আওল কালা,

সঙ্গিনী মেলয়ি, নাচল গাওল

উলসিল রাধিক বালা ।

কহতহ ভানু—শুন গো কানু

পিয়াসিত গোপিনী প্রাণ ।

ভৌহার পীরিত বিমল অমৃত রস

হরষে করবে পান ।

---

( ১০ )

মূলতান ।

বজাও রে মোহন বাঁশী !

সারা দিবসক বিরহ দহন-দুখ,

যরমক তিয়াষ নাশি ।

রিঝা (৫) মন-ভেদন বাঁশরি-বাদন

কঁহা শিখলিরে কান ?

হানে থির থির, যরম অবশকর

ললু ললু যধুযয় বাণ ।

ধস ধস করতহ উরহ বিয়াকুলু

টুলু টুলু অবশ-নয়ান ।

কত কত বরষক বাত সোঁয়ারয় (৬)

অধীর করয় পরাণ ।

৫ রিঝা—হৃদয় ।

৬ সোঁয়ারয়—স্মরণ করাইয়া দেয় ।

কত শত আশা পূরল না বঁধু

কত সুখ করল পয়ান ।

পছগো (৭) কত শত পিরীত-যাতন

হিয়ে বিঁধাওল বাণ ।

হৃদয় উদাসয়, নয়ন উছাসয়

দাকণ মধুময় গান ।

সাধ যায় বঁধু, যমুনা বারিম

ডারিব দগধ-পরাণ ।

সাধ যায় পছ, রাখি চরণ তব

হৃদয় মাঝ হৃদয়েশ !

হৃদয়-জুড়াওন বদন-চন্দ্র তব

হেরব জীবন শেষ ।

সাধ যায় বঁধু, তৌহার দেহ

মিলাওব দেহ ম মোর ।

মিলন সনে জন্ম বিরহ মিলব রে  
 দিবস রাতি ভরি ভোর । (৮)  
 সাধ যায় বঁধু ! দুহুঁ দুহুঁ মেলয়ি  
 হুঁ হুঁ করয়ি পয়ান,  
 মেঘ মেঘ পর হরখে ভরমিব  
 দুহুঁ মিলি করইব গান ।  
 সাধ যায় ইহ চাঁদম কিরণে,  
 কুসুমিত কুঞ্জ বিভানে,  
 বসন্ত বায়ে, প্রাণ মিশায়ব,  
 বাঁশিক সুমধুর গানে ।  
 প্রাণ তৈবে যঝু বেণু-গীতময়,  
 রাধাময় তব বেণু ।  
 জয় জয় মাধব, জয় জয় রাধা,  
 চরণে প্রণমে ভানু ।

৮ বিরহ যেন মিলনের সঙ্গে মিলিয়া থাকিবে ।

( ১১ )

মিশ্র বেহাগ ।

আজু সখি মুহু মুহু  
গাহে পিক কুহু কুহু,  
কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু  
দৌহার পানে চায় ।

যুবন-মদ-বিলসিত,  
পুলকে হিয়া উলসিত,  
অবশ তনু অলসিত  
মূরছি জন্ম যায় !

আজু মধু চাঁদনী  
প্রাণ-উনমাদনী,  
শিথিল সব বাঁধনী,  
শিথিল ভই লাজ ।

বচন মৃদু মরমর,  
 কাঁপে রিঝ থরথর,  
 শিহরে তনু জরজর  
 কুসুম-বন মাঝ !

মলয় মৃদু কলয়িছে,  
 চরণ নহি চলয়িছে,  
 বচন মুহু খলয়িছে,  
 অঞ্চল লুটায় !  
 আধফুট শতদল,  
 বায়ুভরে টলমল,  
 অঁাখি জন্ম ঢলঢল  
 চাহিতে নাহি চায় !

অলকে ফুল কাঁপায়  
 কপোলে পড়ে কাঁপায়,  
 মধু অনলে তাপায়  
 খসায় পড়ু পার !



ঝরই শিরে ফুলদল,

যমুনা বহে কলকল,

হাসে শশি ঢলঢল

ভানু যারি যারি !

( ১২ )

খান্সাজ ।

গহির নৌদমে (১) বিবশ শ্যাম মম,

অধরে বিকশত হাস,

মধুর বদনমে মধুর ভাব অতি

কিয়ে পায় পরকাশ !

চুষু শত শত চন্দ্র বদন রে,

তবলুঁ ন পূরল আশ,

অতি ধীরে ময় হৃদয়ে রাখনু

নহি নহি মিটল তিয়াব ।

শ্যাম, সুখে তুলুঁ নৌদ যাও পলু

মঝু এ প্রেমময় উরসে,

অনিমিখ নয়নে সারা রজনী

হেরব মুখ তব হরষে ।

---

 ১ গহির নৌদমে—গভীর নিদ্রায় ।

শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে

হাস বিকাশত কায়,

কোন্ স্বপন অব দেখত মাধব,

কহবে কোন্ হমায় !

এ সুখ স্বপনে মৈক (২) কি দেখত

হরষে বিকাশত হাসি ?

শ্যাম, শ্যাম মম, কৈসে শোধব

তুঁতুক প্রেমধ্বজ রাশি !

জনম জনম মম প্রাণ পূর্ণ করি

থাক হৃদয় করি আলা,

তুঁতুক পাশ রহি হাসয়ি হাসয়ি

সহব সকল দুখ জ্বালা ।

বিহঙ্গ, কাহ তু বোলন লাগলি ?

শ্যাম ঘুমায় হমারা,

রহ রহ চন্দ্রম, ঢাল ঢাল, তব

শীতল জোছন-ধারা !

তারা-মালিনী মধুরা যামিনী ।

ন যাও ন যাও বালা,

নিরদয় রবি, অব কাহ তু আওলি

আনলি বিরহক জ্বালা !

হমার সারা জীবন জনি ইহ

রজনী রহত সমান,

হেরায় হেরায় শ্যামমুখচ্ছবি

প্রাণ ভইত অবসান !

ভানু কহত অব “রবি অতি নিষ্ঠুর,

নলিন-মিলন অভিনাষে

কত শত নারীক মিলন টুটাওত,

ডারত বিরহ-হতাশে !”

( ১৩ )

মল্লার ।

সজনি গো——

শাউন (৩) গগনে ঘোর ঘনঘটা

অঁধার যামিনীরে ।

কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব .

অবলা কামিনীরে ।

উন্মাদ পাবনে যমুনা উথলত

ঘন ঘন গরজত মেহ (৪) ।

দমকত বিদ্যুত বজ্র নিনাদত,

থরহর কম্পাত দেহ ।

ঘন ঘন রিম্‌ রিম্‌ রিম্‌ রিম্‌ রিম্‌ রিম্‌,

বরখত (৫) নীরদ পুঞ্জ ।

৩ শাউন -- শ্রাবণ ।

৪ মেহ—মেঘ ।

৫ বরখত—বর্ষিতেছে ।

ঘোর তমস তরু তাল তমালে ।

নিবিড় তিমিরঘন কুঞ্জ ।

বোল ত সজনী এ দুৰ্য্যোগে

কুঞ্জে নিরদয় কান

দাক্ষণ বাঁশী কাহ বজায়ত

রাধা রাধা নাম ।

সজনী—

মোতিম হারে বেশ বনা দে

সাঁখি লগা দে ভালে ।

উরহি বিলোলিত শিথিল চিকুর মম

বাঁধহ মালত মালে ।

নয়নে অঞ্জন রঞ্জহ সত্ত্বর

অলত লগা দে পায় ।

একল যাওব যঁহি রে বাঁশী

রাধা রাধা গায় ।

হিয়া মাঝ সখি প্রেম দীপতহ

অঁধামে ক্যা হয় ডরলো ।

শ্যামক ছোড়য় রাধা কয়সে

একলি রহবে ঘর লো ।

গহন রয়নমে ন যাও বাল্য

নওল কিশোর-ক পাশ ।

গরজে ঘন ঘন, বহু ডর খাওব

কহে ভানু তব দাস ।

( ୧୫ )

ମନ୍ତ୍ରୀ

ବାଦର ବରଧନ, ନୀରଦ ଗରଜନ,  
 ବିଜୁଳୀ ଚମକନ ଘୋର,  
 ଓପେଖଇ କିଛି, ଆଓ ତୁ କୁଞ୍ଜେ  
 ନିତି ନିତି ଯାସବ ଯୋର !  
 ଐଁହନ କୁଞ୍ଜେ ଆସିଓ ନା ତୁଁହ,  
 ଯିନତି କରତ ହତଭାଗୀ,  
 ଯାସବ କାହ ତୁ ପାଓବ ଦୁଧରେ,  
 ଦୁଧିନୀ ହମାର ଲାଗି ?  
 ଘନ ଘନ ଚପଳା ଚମକୟ ଯବ ପତ୍ତ  
 ବଜର ପାତ ଯବ ହୋଇ,  
 ତୁଁହକ ବାତ ତବ ସମରୟି ଯାସବ  
 ଓର ଅତି ଲାଗତ ଯୋର !



অঙ্গ-বসন তব, ভী<sup>৬</sup>খত (৬) মাধব

ঘন ঘন বরখত মেহ,

ক্ষু<sup>৭</sup>দ্র বালি (৭) হম, হমকো লাগয়

কাহ উপেখবি দেহ ?

কত জ্বালা দুখ সহলি শ্যাম তুঁ<sup>৮</sup>হু,

হমার পৌরিত লাগি,

সহলিরে গঞ্জন দেশ বিদেশে

ভইলিরে কলঙ্কভাগী !

যাও যাও পহু, মথুরানগরে

মিটবে সব সুখ-আশ ।

জনম জনম তুঁ<sup>৮</sup>হু সিংহাসন পরি

করহ সুখে পহু বাস ।

দূরদেশ রহি লোক মুখে হম

শুনইব তুবা যশগান,

দূরদেশ রহি, মহিমা শুনি তব

ধন্য মানইব প্রাণ !

বিসরো (৮) মাধব গোপিনী জনকো,

বিসরো ময়কো শ্যাম,

বিসরো মাধব, পৌরিত্তি লীলা

সুখ-বৃন্দাবন ধাম ।

ভানু কহে বৃকভানুনন্দিনী

প্রেমসিন্ধু মম কাল।

তৌহার লাগয় প্রেমক লাগয়

সব কছু সহবে জ্বালা !

৮ বিসরো—বিস্মৃত হও ।

( ১৫ )

টোড়ি ।

সখিরে—পিরীত বুঝবে কে ?

অঁধার হৃদয়ক দুঃখ কাহিনী

বোলব, শুনবে কে ?

রাধিকার অতি অন্তর বেদন

কে বুঝবে অয়ি সজনী

কে বুঝবে সখি রোয়ত রাধা

কোন দুখে দিন রজনী ?

কলঙ্ক রটায়ব জনি সখি রটাও (১)

কলঙ্ক নাহিক মানি,

সকল ত্যাগব লভিতে শ্যামক

একঠো আদর বাণী ।

মিনতি করিলো সখি শত শত বার, তু

শ্যামক না দিহ গারি,

---

১ রটাও—যদি কলঙ্ক রটাইতে চাও তবে রটাইও ।

শীল মান কুল, অপনি সজনি হম ,  
চরণে দেয়নু ডারি।

সখিলো—

বৃন্দাবনকো দুৰ্জজন মানুখ  
পিরীত নাহিক জানে,  
বৃথাই নিন্দা কাহ রটায়ত  
হমার শ্যামক নামে ?

কলঙ্কিনী হম রাধা, সখিলো  
ঘৃণা করহ জনি (২) মনমে,  
ন আসিও তব্ কবহুঁ সজনি লো  
হমার অঁধা ভবনমে ।

কহে ভানু অব—বুঝবে না সখি  
কোহি মরমকো বাত,  
বিরলে শ্যামক কহিও বেদন,  
বন্ধে রাখয়ি মাথ !

২ জনি—যদি ।

( ১৬ )

ভৈরবী ।

হুম সখি দারিদ নারী !  
জনম অবধি হুম পীরিতি করনু  
মোচনু লোচন-বারি ।  
রূপ নাহি মম, কিছুই নাহি গুণ  
দুখিনী আহির জাতি,  
নাহি জানি কিছু বিলাস-ভঙ্গিম  
যৌবন গরবে মাতি ।  
অবলা রমণী, ক্ষুদ্র হৃদয় ভরি  
পীরিত করনে জানি ;  
এক নিমিখ পল, নিরখি শ্যাম জনি  
সোই বল্ত করি মানি ।  
কুঞ্জ পথে যব নিরখি সজনি হুম,  
শ্যামক চরণক টীনা,

শত শত বেরি ধূলি চুসি সখি,

রতন পাই জনু দীনা ।

নিষ্ঠুর বিধাতা, এ দুখ-জনমে

মাগুব কি তুয়া পাশ !

জনম অভাগী, উপেক্ষিতা হম,

বহুত নাহি করি আশ,—

দূর থাকি হম রূপ হেরইব,

দূরে শুনইব বাঁশি ।

দূর দূর রহি সুখে নিরীখিব

শ্যামক মোহন হাসি ।

শ্যাম-প্রেয়সি রাখা ! সখিলো !

থাক' সুখে চিরদিন !

তুয়া সুখে হম রোয়ব না সখি

অভাগিনী গুণ হীন ।

অপন দুখে সখি, হম রোয়ব নো,

নিভূতে মুছইব বারি ।

কোহি ন জানব, কোন বিষাদে

তন-মন দহে হমারি ।

ভানু সিংহ ভনয়ে, শুন কালী

দুখিনী অবলা বালী—

উপেক্ষার অতি তিখিনী বাণে

না দিহ না দিহ জ্বালা ।

( ১৭ )

বাহার ।

মাধব ! না কহ আদর বাণী,

না কর প্রেমক নাম !

জানায় ময়কো অবলা সরলা

ছলনা না কর শ্যাম !

কপট ! কাহ তুঁহু ঝুট বোলসি

পৌরিত করসি মোয় ?

ভালে ভালে হম অলপে চিহ্নু

না পতিয়াব রে তোয় !

তুঁহু না জানসি প্রেমক ধারা

কঠিন হৃদয় মধুভাষী—

পরশি দেহ মম সাঁচি বোল' অব

নহ তুঁহু রূপ-পিয়াসী ?



যাও শ্যাম তব্—মিলবে শত শত

হমসে রূপসি নারী ।

তুচ্ছ বালি হম কাহ তু টুটসি

ক্ষুদ্র এ হৃদয় হমারি ?

দূর রহয়ি হম রহব তৌহারই,

সমরিব তৌহারি ঝাণী,

চিস্তয়ি চিস্তয়ি তৌহারি বদন

তয়াগব ক্ষুদ্র পরাণী !

ছিদল-ভরী সম কপট-প্রেম পর

ডারনু যব মন প্রাণ,

ডুবনু ডুবনু রে ঘোর সায়রে

অব কুত নাহিক জ্ঞান !

মাধব, কঠোর বাত হমারা

মনে লাগল কি তোর ?

নিপট-(৩) কঠিন দুখ সহয়ি কহনু সব

ক্ষমগো কুবচন মোর !

৩ নিপট—অত্যন্ত ।

মাধব ! কাহ তু মলিন করলি মুখ ?

কুঞ্জে আসহ নাথ !

মধুর হাসি তুঝ হাসহ হাসহ

রাখহ কাতর বাত !

নিদয়-বাত অব কবলু' ন বোলব

তু'লু' মম প্রাণক প্রাণ !

অতি অবোধ হম—ব্যথিনু হিয়া তব

ছোড়য়ি কুবচন-বাণ !

বাত রাখ' মঝু বেরি বোল' পলু

হমকো করহ সিনেহ ! (৪)

বেরি বোল পলু আদর বাণী

চলহ কুঞ্জ বন-গেহ !

মিটল মান অব—ভানু হাসয়ত

হেরই পীরিত-লীলা

কভু অভিমানিনী আদরিণী কভু

পীরিতি-মাগর-বালা !

৪ আমার কথা রাখ একবার বল প্রভু যে তুমি  
আমাকে ভাল বাসে।

( ১৮ )

দেশ ।

সখিলো, সখিলো, নিকরুণ মাধব

মথুরাপুর যব যায়,

মনম করল পণ মানিনী রাধা,

রোয়বে না সো না দিবে বাধা,

কঠিন-হিয়া সেই, হাসরি হাসরি

শ্যামক দিবে বিদায় !

যুহু যুহু গমনে আওল মাধা,

বরন পান তছু চাহল রাধা,

চাহিয়ি রহল' স চাহিয়ি রহল',

দণ্ড দণ্ড সখি চাহিয়ি রহল,

মন্দ মন্দ সখি নয়নে বহল

বিন্দু বিন্দু জল ধার !

মৃদু মৃদু হাসে বৈঠল পাশে,  
 কহল শ্যাম কত, মৃদু মৃদু ভাষে,  
 টুটয়ি গইল পণ, টুটইল মান,  
 গদ গদ আকুল ব্যাকুল প্রাণ,  
 ফুকরয়ি কাঁদয়ি উঠইল রাধা,  
 গদ গদ ভাষ নিকাশল আধা,  
 শ্যামক চরণে বাহু পসারি  
 কহল, “শ্যামরে, শ্যাম হমারি,  
 রহ’ তুঁহু, রহ তুঁহু, নাহ গ, রহ তুঁহু,  
 অনুখন সাথ সাথ রে রহ পহু  
 তুঁহু বিনে শ্যাম গ, নাহ গ, পহু গো,  
 আছয় কোন্ হমার !”  
 পাড়ল ভূমি পর শ্যাম চরণ ধরি,  
 রাখল মুখ তছু শ্যাম চরণ পরি,  
 উছসি উছসি কত কাঁদয়ি কাঁদয়ি  
 রজনী করল প্রভাত !

শ্যাম সঁ বৈসল, যুঁহু যুঁহু হাসল,

কত অশোয়াস বচন মিঠ ভাষল,

ধরইল বালিক হাত !

সখিলো, সখিলো, বোল'ত সখিলো

যত দুখ পাওল রাখা,

নিঠুর শ্যাম কিয়ে আপন মনমে

পাওল সখি তছু আধা ?

হাসয়ি হাসয়ি নিকটে আসয়ি .

বহুত স প্রবোধ দেল,

হাসয়ি হাসয়ি পলটয়ি চাহয়ি

দূর—দূর চলি গেল !

সখিলো, সখিলো, শ্যাম স হাসল,

শ্যাম স কাঁদল না,

দাকণ মন-দুখ পাওল রাখা

তবহুঁ স কাঁদল না !

বসন্ত রাতে হাসয়ি যব্ সখি

রাখা বনমে আসে,

সুনীল অঞ্চল, নয়ন বিচঞ্চল,

তব্‌ স কানু য়্‌ হা সে ;

হাত ধরয়ি তছু হিরয়ি ঢাকি মুখ

বালি রহই যব্‌ পাশে,

চুষয়ি চুষয়ি কপোল চুষয়ি

তব্‌ স কানু য়্‌ হা সে !

যব্‌ সখি আজ স রাধা কাঁদল,

তব্‌ সখি কাঁদল না !

বোড়ি চরণ তছু তিতল চরণতল

তবল্‌ স কাঁদল না !

অবল্‌ স যথুরাপুরক পান্থমে

ইঁহ যব্‌ রোরত রাধা,

যাতে যাতে অব মনে শ্যাম কিরে

পায় শোক তিল-আধা ?

যাতে যাতে অব পথমে মাধব

সমরণ করয় কি বেরি

তাকর' বিরহে আকুল রাধা  
কাঁদি কাঁদি পথ হেরি ?  
বরখি আঁখিজল ভানু কহে “অতি  
দুখের জীবন ভাই !  
হাসিবার তর সখা মিলে বহু  
কাঁদিবার কো নাই ।”

( ১৯ )

ইমন কল্যাণ ।

বার বার সখি বারণ করনু

ন যাও মথুরা ধাম !

বিসরি প্রেম দুখ, রাজভোগ যথি (১)

করত হমারই শ্যাম ।

কি কহলি রসন ? হমারই শ্যাম সো ?

কি বুঝলি পাগল প্রাণ ?

অব তক (২) যুচল ন ভাঁতি (৩) তুয়া মন !

সো কি হমারই শ্যাম ?

শত শত দেশ পদানত যিনকো (৪)

শত শত মানুখ দাস,

১ যথি—যেখানে ।

২ অব তক—এখন পর্যন্ত ।

৩ ভাঁতি—ভ্রান্তি ।

৪ যিনকো—যাঁহার ।



শত শত রাজা রোষ-কটাখে

মনমে মানে তরাস,

ছুখিনী গোপিনী, হয় অবলা সখি,

সোকি হমারই শ্যাম ?

বোল ত সজনী, মথুরা-অধিপতি

সোকি হমারই শ্যাম ?

ধনকো শ্যাম সো, মথুরা পুরকো,

রাজ্য ঘানকো হোয়,

নহ পীরিতিকো, ব্রজ কামিনীকো,

নিচয় কহনু ময় ভোয় ।

ন যাও সজনী মথুরা নগরে

ভেটইতে সো শ্যাম,

সমরাইও না (৫) সখি, শ্যামক মনমে

ছুখিনী হমার নাম ।

বাত রাখ যবু (৬) নিতাস্তু সহিলে ।

যথুরা পুর জনি (৭) যাহ,

দূর সঙে তু পেখিও শ্যামক (৮)

কৈছন আছয় নাই । (৯)

জনি সখি দেখ মো, মনকো হরখে

করত সুখে পুর-বাস,

অপতি হমার লো, তব্ সখি ন যাও

যথুরা পতিকো পাশ ।

জনি দেখো তুঁহুঁ সোবি সহত সখি

দাকণ বিরহক জ্বালা,

তব্ সখি সঁপিও শ্যামক চরণে

ইহ বন-কুসুমক মালা !

কহিও, রাধা, দুখিনী রাধা—

যথুরা-অধিপতি কান,

৬ যবু—আমার ।

৭ জনি—যদি ।

৮ পেখিও শ্যামকে—দূর হইতে তুমি শ্যামকে দেখিও ।

৯ আছয় নাই—নাথ কেমন আছেন ।

দুখজ্বালা তব, বারইতে (১০) সব

সঁপবে তন মন প্রাণ ।

উরস পাতবে, অবশ মাথ তব

রাখব তছু পরি মাথা,

তোষইতে মন সব কছু করবে

যত কছু জানয় রাধা !

ভানু কহত—অয়ি বিরহ কাতরা

মনমে বাঁধহ থেহ । (১১)

মুগ্ধা বাল্য, বুঝাই বুঝালিনা,

হয়ার শ্যামক লেহ । (১২)

---

১০ বারইতে—নিবারণ করিতে ।

১১ বাঁধহ থেহ—স্থৈর্য্য বাঁধো ।

১২ লেহ—ভালবাসা ।

( ২০ )

বেহাগ ।

দেখলো সজনী চাঁদনি রজনী,

সমুজল যমুনা গাওত গান,

কানন কানন করত সমীরণ

কুসুমের কুসুমের চুসন দান ।

কাহ লো যমুনা জোছন-ঢল ঢল

সুহাস সুনীল বারি ?

আজু তৌহারই উজল সলিল পর

নয়ন সলিল দিব ডারি ।

কাহ সমীরণ লুটাই কুসুম-বন

অলসি পড়সি যমুনায় ?

তৌহার চম্পক-বাসিত লহরে

মিশাব মিশাস-বায় ।

জনম' গোঁয়ায়নু রোয়ত রোয়ত

হম তর কোই ত কঁাদল না !

জনম গোঁয়ায়নু সাধত সাধত

হমকো কোইত সাধল না !

সকল তয়াগনু বো ধন আশে

সো বি তয়াগল মোয়

অপন ছোড়ি সব, অপন করনু যোয়

সো বি সজনি পর হোয় !

যমুনে হাস হাস লো হরখে

হম তর রোয়বে কে ?

তৌহারি সুহসিত নীল সলিল পরি

রাধা সঁপবে দে !

এক দিবস যব মাধ হমারা

আসবে কিনার তোর,—

যব সো পেখবে তৌহার সলিলে

ভাসত তনুয়া মোর—

ତବ୍ କି ଶ୍ୟାମ ମୋ ମାନସ ପାଶେ

ତିଳ ଚୁଷ୍ ପାଓବେ ନା ?

ଶ୍ୟାମକ ନୟନେ ବିନ୍ଦୁ ନୟନ ଜଳ

ତବହଁ କି ଆଓବେ ନା ?

ରସନେ କୁଞ୍ଜେ ଆସବେ ଯବ ସଖି

ଶ୍ୟାମ ହମାରଇ ଆଶେ,

କୁକାରବେ ଯବ୍ ରାଧା ରାଧା

ମୁରଲି ଉରସ-ସ୍ବାସେ,

ଯବ ମବ ଗୋପିନୀ ଆସବେ ଛୁଟି

ଯବ ହମ ଆସବ ନା ;

ଯବ ମବ ଗୋପିନୀ ଜାଗବେ ଚମକଇ

ଯବ ହମ ଜାଗବ ନା,

ତବ କି କୁଞ୍ଜପଥ ହମାରି ଆଶେ

ହେରବେ ଆକୁଳ ଶ୍ୟାମ ?

ବନ ବନ କେରଇ ମୋ କି କୁକାରବେ

ରାଧା ରାଧା ନାମ ?

না যমুনা, .সো এক শ্যাম মম

শ্যামক শত শত নারী ;

হম যব যাওব শত শত রাধা

চরণে রহবে তারি !

তব সখি যমুনে, যাই নিকুঞ্জে,

কাহ ত্যাগব দে ?

অভাগীর তর বৃন্দাবনমে

কহ সখি, রোয়ব কে !

ভানু কহে চুপি 'মান ভরে রহ

আও বনে ব্রজ-নারী,

মিলবে শ্যামক শত শত আদর

শত শত লোচন বারি !

( ২১ )

বা ।

মরণরে,

তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান !

মেঘ বরণ তুঝ, মেঘ জটাছুট,

রক্ত কমল কর, রক্ত অধর-পুট,

তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব,

মৃত্যু অমৃত করে দান !

তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান ।

মরণরে,

শ্যাম ভৌহারই নাম,

চির বিসরল যব্, নিরদয় মাধব

তুঁহুঁ ন ভইবি মোর বাম !



আকুল রাধা রিঝা অতি জরজর,  
ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝরঝর,  
তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,  
তুঁহুঁ মম তাপ যুচাও,  
মরণ তু আওরে আও ।

ভুজ পাশে তব লহ সম্বোধয়ি,  
অঁধিপাত মঝু আসব মোদয়ি,  
কোর উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি  
নৌদ ভরব সব দেহ ।

তুঁহুঁ নহি বিসরবি, তুঁহুঁ নহি ছোড়বি  
রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,  
হিয়-হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন  
অতুলন তৌহার লেহ ।

দূর সঙে তুঁহুঁ বাঁশি বজাওসি,  
অনুখন ডাকসি, অনুখন ডাকসি  
রাধা রাধা রাধা,

দিবস ফুরাওল, অবলুঁ ম যাওব,  
 বিরহ তাপ তব অবলুঁ ঘুচাওব,  
 কুঞ্জ-বাট পর অবলুঁ ম ধাওব

সব কছু টুটইব বাধা !

গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,  
 তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব,  
 শাল তাল তরু সভয় তবধ সব,

পন্থ বিজন অতি ঘোর,  
 একলি যাওব তুঝা অভিসারে,  
 যা'ক পিয়া তুঁলুঁ কি ভয় তাহারে,  
 ভয় বাধা সব অভয় মুরতি ধরি,

পন্থ দেখাওব মোর ।

ভানু সিংহ কহে, “ছিয়ে ছিয়ে রাধা  
 চঞ্চল হৃদয় তোহারি,

মাধব পল্ল মম, প্রিয় ম মরণসে  
 অব তুঁলুঁ দেখ বিচারি !”

Barcode : 4990010051853  
Title - Bhanusingha Thakurer Padabali  
Author - Tagore, Rabindranath  
Language - bengali  
Pages - 78  
Publication Year - 1884  
Barcode EAN.UCC-13

